ব্রি ধান৩৭

কাটারিভোগের সমমান ব্রি নামে ৩৭ ধান

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৩৭ একটি আমন জাতের সুগন্ধি ধান। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯৮ সালে বাসমতি এবং বিআর৫-এর মধ্যে সঙ্করায়ণ করে জাতটি উদ্ভাবন করে। ব্রি ধান৩৭-এর গাছ কাটারিভোগের চেয়ে অনেক মজবুত, তবে জীবনকাল ৫-৭ দিন বেশী ।

ব্রি ধান৩৭

জাতের বৈশিষ্ট্য

- উচ্চতা ১২৫ সেন্টিমিটার।
- ধানের রঙ, চালের আকার এবং ঘ্রাণ ঠিক কাটারিভোগের মতো।
- ধানের ছড়া বেশ আকর্ষনীয় এবং ধানের গাঁথুনি বেশ ঘন।
- ধানের শেষ প্রান্ত একটু বাঁকা এবং সূচালু।
- এর ভাত ও পোলাও কাটারিভোগের সমতুল্য।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৩৭-এর চাল মাঝারি চিকন এবং এর বাজার দরও বেশী। তাছাড়া দেশ এখন আভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ ও চাল উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। এমতাবস্থায় ব্রি ধান৩৭- এর মত রপ্তানিযোগ্য ধানের আবাদ বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

জীবনকাল

জীবনকাল ১৪০ দিন।

ফলন

ফলন প্রায় হেক্টর প্রতি ৩.৫ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজতলায় বীজ বপন :** ১০-১৫ শ্রাবণ (২৫-৩০ জুলাই)।

২. **চারার বয়স :** ২৫-৩০ দিন।

৩. **রোপণ দূরত্ব :** ২০ X ১৫ সেন্টিমিটার।

৪. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা) :**

৪.১	ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিঙ্ক
	২০	১৩	৯	৮	১.৫

৪.২ ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, রোপণের ২০-২৫ এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, সুগন্ধি ধানে ইউরিয়া সারের প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে কম। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা উত্তম।

৫. **আগাছা দমন :** রোপণের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে ।

৬. **সেচ ব্যস্থাপনা :** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৭. **রোগবালাই ব্যবস্থাপনা :** ব্রি ধান৩৭ টুংরো রোগ প্রতিরোধশীল। বালাই দমনে অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

৮. **ফসল কাটা :** ১০-১৫ অগ্রহায়ণ (২৫-৩০ নভেম্বর)।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষনা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd